সাধারণ সেবা বিষয়াদি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ সেবা শাখা

অফিস আদেশ

নং মপবি/(সাসেশা)/২(৩)/০০-০৩(অংশ)-৯০১, তারিখ, ১৬ জুলাই ২০০৩/১ শ্রাবণ ১৪১০

ইতোপূর্বে মন্ত্রিসভা বৈঠকের আপ্যায়ন বাবদ জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২০/- (বিশ) টাকা খরচ করার অনুমোদন ছিল। কিন্তু বাস্তবতার নিরীখে উক্ত সীমারেখা অপ্রতুল বিবেচিত হওয়ায় অর্থ বিভাগ ২৯ মে ২০০৩ তারিখে অম/অবি/(ব্যঃনিঃ-৩)/মপবি-৫/৯৭/২৩১নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট খাতে বার্ষিক বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রেখে মন্ত্রিসভা কমিটির সভার আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের উপর অর্পণ করেছে।

২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিসভা কমিটির সভার আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে অর্পণ করা হলো ঃ

(১) সভার আপ্যায়ন ব্যয় জনপ্রতি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকার মধ্যে সীমিত থাকলে সিনিয়র সহকারী সচিব স্বীয় ক্ষমতায় সরাসরি প্রশাসন অধিশাখায় প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে অধিযাচন প্রেরণ করবেন।

(২) সভার আপ্যায়ন ব্যয় জনপ্রতি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকার মধ্যে সীমিত থাকলে উপ-সচিব স্বীয় ক্ষমতায় সরাসরি প্রশাসন অধিশাখায় প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে অধিযাচন প্রেরণ করবেন।

(৩) সভার আপ্যায়ন ব্যয় জনপ্রতি ৮০ (আশি) টাকার মধ্যে সীমিত থাকলে যুগ্ম-সচিব স্বীয় ক্ষমতায় প্রশাসন অধিশাখায় প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে অধিযাচন প্রেরণ করবেন/তাঁর অনুমোদনের ভিত্তিতে অন্য কোন কর্মকর্তা অধিযাচন দেবেন/অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত অধিযাচনে তিনি প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

(৪) সভার আপ্যায়ন ব্যয় জনপ্রতি ৮০ (আশি) টাকার উর্ধ্বে হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

৩। এ আদেশ ২৯ মে ২০০৩ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সৈয়দ শাব্বির আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৭১৭১৫৫২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ সেবা শাখা

অফিস আদেশ

নং মপবি/(সাসেশা)/৪(২১)/২০০৩, তারিখ, ১৬ নভেম্বর ২০০৩/২ অগ্রহায়ণ ১৪১০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মোটরযান, কম্পিউটার এবং অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি অকেজো ঘোষণার জন্য নিম্নোক্ত "কনডেমনেশন কমিটি" গঠন করা হলো ঃ

(ক) কমিটি ঃ

(১)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(২)	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী (যন্ত্র প্রকৌশলী), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ অথবা বিটাক-এর একজন প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্র প্রকৌশলী)	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (তেজগাঁও, ঢাকা)-এর একজন উপ-পরিচালক/ উপযুক্ত প্রতিনিধি অথবা সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৭)	উপ-সচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য -সচিব

(খ) **কমিটির কর্মপরিধি ঃ—**

(১) কমিটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১১ মে ১৯৯৯ তারিখের সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০)নং অফিস স্মারকমূলে জারিকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌ-যান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালার নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মোটরযান, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকোজো ঘোষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) মোটরযান অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর প্রতিনিধি এবং যানবাহনের মালিকানা দপ্তরের একজন প্রতিনিধি/কর্মকর্তাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

(৩) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকোজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন প্রতিনিধি/কর্মকর্তাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

(৪) এ বিভাগে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্র প্রকৌশল) [গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪] অথবা বিটাক-এর একজন প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্র প্রকৌশল) অথবা সংশ্লিষ্ট মালিকানা দপ্তরের একজন প্রতিনিধি/কর্মকর্তাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

(৫) এ কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক নতুন সদস্য সহযোজন করতে পারবে।

২। এ কমিটি গঠন সংক্রান্ত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মিজানুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৫১৪১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ সেবা শাখা

অফিস আদেশ

নং মপবি/(সাসেশা)/২(৩০)/২০০৩-১৩৬৯/১৩৬৯, তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০০৩/৬ অগ্রহায়ণ ১৪১০

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে আইএমইভি/সিপিটিইউ/২৯৩এ/২১৩নং প্রজ্ঞাপনমূলে "The Public Procurement Regulations, 2003"-এর Regulation 31(2)/অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল ধরণের সম্পদ/সেবা সংগ্রহ/ক্রয়-এর নিমিত্তে নিম্নলিখিত "Tender Evaluation Committee (TEC)" গঠণ করা হলো

(ক) **কমিটির গঠনঃ**

(১) উপ-সচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভপতি
(২) সিনিয়র সহকারী সচিব (মন্ত্রিসেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৩) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন)	সদস্য
(৪) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের একজন প্রতিনিধি (সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন)	সদস্য
(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী (যন্ত্র প্রকৌশলী), গণপূর্ত ই/এম, উপবিভাগ-৪, গণপূর্ত অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল/মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর/সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (ক্রয়/সংগ্রহের প্রকৃতি ভেদে বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হবেন)	সদস্য
(৬) সিনিয়র সহকারী সচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব।

(খ) **কমিটির কর্মপরিধি ঃ**

(১) কমিটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে আইএমইডি/সিপিটিইউ/০২০১এ/২৯৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে জারিকৃত "The Public Procurement Regulations, 2003 "- এর Regulation (21) ব্যতীত (মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক এ Regulation টির উপর সাময়িক নিষেধজ্ঞা থাকায়) অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসারণপূর্বক সম্পদ/সেবা সংগ্রহ/ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করবে।

(২) Regulation (21)-এর বিষয়টি পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা/সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

(৩) ৫ নং ক্রমিকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি শুধুমাত্র ক্রয়/সংগ্রহের প্রকৃতি ভেদে বিষয়ভিত্তিক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২। এ কমিটি গঠন সংক্রান্ত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুল হাকিম মন্ডল
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
ফোন-৭১৬৪৪৫৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ সেবা শাখা

অফিস স্মারক

স্মারক নং মপবি/(সাসেশা)/১(২৩)/২০০২-১০৭৬, তারিখ, ১ ডিসেম্বর ২০০২

বিষয় ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (টি ও ই) সংশোধন করিয়া যানবাহনের জন্য প্রাধিকার নির্ধারণ সংক্রান্ত।

সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য টি ও ই সংশোধনপূর্বক যানবাহন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রাধিকার অনুমোদন করিয়াছেন।

(ক)	১× কার।	ঃ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য।
(খ)	২× জীপ।	ঃ সরকারী কাজ ও পরিদর্শনের উদ্দেশে একটি জীপ কেবল মন্ত্রিপরিষদ সচিবের ব্যবহারের জন্য এবং অন্য একটি প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য।
(গ)	১× কার।	ঃ অতিরিক্ত সচিবের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য।
(ঘ)	৪× কার।	ঃ ৪ (চার) জন যুগ্মসচিব এর সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য।
(ঙ)	১× কার।	ঃ প্রশাসনিক কাজের জন্য।
(চ)	২× কার।	ঃ মন্ত্রিসভার ফোল্ডার বিতরণের জন্য।
(ছ)	২× মাইক্রোবাস অথবা ৪× কার	ঃ ৮ (আট) জন উপ-সচিব ও ২৫ (পঁচিশ) জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিবের যাতায়াতের জন্য।
(জ)	২× মোটর সাইকেল	ঃ ডাক বিতরণ কাজের জন্য।

আ, ন, ম, আবদুল হাফিজ
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
ফোন-৮৬১৪৪৫৬

সাধারণ বিষয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ শাখা

নং ১(২৩)/২০০২-মপবি(সাঃ)/১২৯, তারিখ, ২৫ এপ্রিল ২০০৪/ ১২ বৈশাখ ১৪১১

বিষয় ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই)-কে দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশেষ সহায়ক দিবসের ক্যাটাগরীভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

২। এ দিবসটি পালনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে জারীকৃত ১(২৩)/২০০২-মপবি(সাধারণ)/৩৩০নং পরিপত্রের ৩(খ) অনুচ্ছেদ এবং ৩(৩) অনুচ্ছেদ এর নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে (কপি সংযুক্ত)।

এ, কে. এম. আবদুল আউয়াল মজুমদার
উপ-সচিব (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৯৩৮০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ শাখা

নং ৫(১)/৯৩-মপবি(সাধারণ)/অংশ/৫৭, তারিখ, ২ মার্চ ২০০৩/১৮ ফাল্গুন ১৪০৯

বিষয় ঃ সরকারী কাজে বিদেশ ভ্রমনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী/ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সরাসরি বাংলাদেশ বিমান অফিসে বুকিং প্রদান এবং বাংলাদেশ বিমানে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ সংক্রান্ত আদেশ বাতিলকরণ প্রসঙ্গে।

সরকারী কাজে বিদেশ ভ্রমনণকালে মাননীয় মন্ত্রী/সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক বাংলাদেশ বিমান অফিসে বুকিং প্রদান এবং বাংলাদেশ বিমানে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ সংক্রান্তপূর্ববর্তী সকল আদেশ/পরিপত্র/অফিস স্মারক এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো। মাননীয় মন্ত্রী/সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরকারী কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করতে বাধ্য থাকবেন না। তাঁরা বাংলাদেশ বিমান বা অন্য যে কোন এয়ারলাইনের বিমানে ভ্রমণ করতে পারবেন।

২। তবে ভ্রমণের জন্যে এয়ারলাইনস্ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমানকে অগ্রাধিকার প্রদান সমীচীন হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ, কে, এম, আবদুল আউয়াল মজুমদার
উপসচিব (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৮৬১৯৩৮০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা

নং ১(২৩)/২০০২-মপবি(সাধারণ)/৮৬, তারিখ, ২ এপ্রিল ২০০৩/১৯ চৈত্র ১৪০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ জাতীয় পর্যায়ের উৎসব/এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

জাতীয় পর্যায়ের উৎসব এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত যে সকল অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন সে সকল অনুষ্ঠানে ঢাকায় অবস্থানরত আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ এ ধরনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সকল সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যকীয়।

২। জাতীয় পর্যায়ের উৎসব হিসেবে আয়োজিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/দিবসের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠান, শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারী), স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস (৭ নভেম্বর), ঈদুল ফিতর (১ শাওয়াল), ঈদুল আযহা (১০ জ্বিলহজ্জ), ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (১২ বরিউল আওয়াল), বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ), দুর্গাপুজা (৩০ আশ্বিন), বড়দিন (২৫ ডিসেম্বর), বৌদ্ধ পূর্ণিমা (মে মাসে), মে দিবস (১ মে), রবীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বৈশাখ), নজরুল জয়ন্তী (১১ জ্যৈষ্ঠ)।

৩। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহের মহামান্য রাষ্ট্রপতির/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকলে ঢাকায় অবস্থানরত আমন্ত্রিত সরকারী কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি আবশ্যকীয় হবে।

৪। ঢাকায় অবস্থানরত কোন আমন্ত্রিত কর্মকর্তা অসুস্থতা বা অন্য কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করতে অপারগ হলে অনুষ্ঠানের পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে অনুপস্থিতির জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৫। উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার
উপ-সচিব (প্রশাসন)
ফোনঃ ৭১৬৬৯৩৮০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা

পরিপত্র

নং ৩(৩০)/৮৯-মপবি(সাধারণ)/২৭৭, তারিখ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩/১২ আশ্বিন ১৪১০

বিষয় ঃ অফিস চলাকালীন সময়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকা প্রসঙ্গে।

নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ বহির্ভূত সংস্থা, বিদেশী বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপে অফিস চলাকালীন সময়ে পদস্থ কর্মকর্তাগণকে (টাকা ১১,৭০০-৩০০X৬-১৩,৫০০/- ও তদূর্ধ্ব স্কেলের কর্মকর্তা) অংশগহণ করা হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। উদ্যোক্তা সংস্থাসমূহকে সেমিনার/ওয়ার্কশপ অফিস সময়ের পরে অথবা ছুটির দিনে আয়োজন করার জন্য পরামর্শ দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হ'ল।

২। পাবলিক সেক্টরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ রুর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ-এর ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না।

৩। জাতীয় প্রয়োজনে আয়োজিত ওয়ার্কশপে/সেমিনারে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগদান অত্যাবশ্যকীয় হলে পূর্বাহ্নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এরূপ সেমিনার/ওয়ার্কশপ যোগদান করা যেতে পারে।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার
উপ-সচিব (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৭১৬৯৩৮০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ শাখা

স্মারক নং ৫(২০)/৯০-মপবি(সাঃ)/অংশ-২/২২১, তারিখ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩/১৯ ভাদ্র ১৪০৯

পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, কতিপয় মন্ত্রণালয়ের নথিতে সচিবের নোটের উপর মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের একান্ত সচিবগণ নোট লিখেন; সচিবকে নির্দেশ দেন। ইহা সচিবালয়ের রীতি-পদ্ধতির পরিপন্থী। এই আচরণ প্রশাসনিক শৃঙ্খলার সংহারক। এই ধরণের গর্হিত কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের একান্ত সচিবগণকে অনুরোধ করা হইল।

২। কোন একান্ত সচিব এই ধরণের নোট লিখিলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর নজরে আনিবেন এবং একান্ত সচিবকে নথিতে নোট না লিখার জন্যে উপদেশ দিবেন।

ড. সা'দত হুসাইন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সাধারণ শাখা

নং ১(২৩)/২০০২-মপবি(সাধারণ)/৩৩০, তারিখ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০২/৩ পৌষ ১৪০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**

পরিলক্ষিত হয়েছে যে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংযুক্ত দপ্তর বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের জন্য বড় আকারের কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারের সুনির্দিষ্ট দিনে উদযাপনের জন্য ঘোষিত দিবসের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এ ছাড়া, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোও পালন করা হয়ে থাকে। কিছু দিবস আছে, যা পালন করা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ এবং ধর্ম, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। দিবস ছাড়াও, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে বিভিন্ন সপ্তাহ/পক্ষ উদযাপন করে থাকে। এ সব দিবসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার, সেমিনার/আলোচনা সভা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রেডিও টেলিভিশনে আলোচনা ইত্যাদি ছাড়াও জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, র‍্যালি/শোভাযাত্রা এবং আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়।

২। কোন কোন দিবস/সপ্তাহের অনুষ্ঠান আয়োজনে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করা হয় এবং এর সিংহভাগই সাজসজ্জায় ব্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঢাকার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে অংশ গ্রহণের জন্য ডাকা হয়। এদের যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ও কম নয়। অধিকাংশ দিবসে প্রত্যুষে র‍্যালির আয়োজন করা হয়ে থাকে। ফলে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য দূরদূরান্ত হতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে আসা হয়। এতে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রস্তুতি গ্রহণে অফিসের অনেক কর্মঘন্টা নষ্ট হয়। ফলে সরকারি কার্য সম্পাদন বাধাগ্রস্ত হয়, যার বিরূপ প্রভাব পড়ে উপকারভোগীদের উপর।

৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস উদযাপনের বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) জাতীয় পর্যায়ের নিম্নবর্ণিত উৎসবসমূহ (যা কোন কোন ক্ষেত্রে দিবস হিসাবে পরিচিত) যথাযোগ্য মর্যাদায়, সাড়ম্বরে ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করা হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস (৭ নভেম্বর), ঈদুল ফিতর (১ শাওয়াল), ঈদুল আযহা (১০ জ্বিলহজ্জ), ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (১২ রবিউল আওয়াল), বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ), দূর্গাপুজা (৩০ আশ্বিন), বড়দিন (২৫ ডিসেম্বর), বৌদ্ধ পূর্ণিমা (মে মাসে), মে দিবস (১ মে), রবীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বৈশাখ), নজরুল জয়ন্তী (১১ জ্যৈষ্ঠ)।

(খ) যে সব দিবস আমাদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক এবং ঐতিহ্যগতভাবে পালন করা হয়ে থাকে, অথবা বর্তমান পর্যায়ে দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশেষ সহায়ক সে সব দিবস উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালন করা যেতে পারে। মন্ত্রীবর্গ এ সকল অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানের গুরুত্বের নিরীখে প্রধানমন্ত্রীকে

আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনা করবেন। এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরকারী উৎস হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ ধরনের দিবস হচ্ছে; জাতীয় টিকা দিবস(বৎসরের শুরুতে নির্ধারণযোগ্য), বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (১৫ মার্চ), বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ এপ্রিল), বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন), আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর), শিশু অধিকার দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার), বিশ্ব খাদ্য দিবস (১৬ অক্টোবর), জাতীয় যুব দিবস (১ নভেম্বর), জাতীয় সমবায় দিবস (নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার), বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর)।

(গ) বিশেষ বিশেষ খাতের প্রতীকী দিবসসমূহ সীমিত কলেবরে পালন করা হবে। পেশাগতভাবে সম্পৃক্তি না থাকলে মাননীয় মন্ত্রীগণ এ সব দিবস পালনের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না বা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না। রাজস্ব বা উন্নয়ন খাত হতে এ সব দিবস পালনের জন্য কোন বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হবে না। এ পর্যায়ের দিবসগুলো হচ্ছে;

জাতীয় শিক্ষক দিবস (১৯ জানুয়ারি), বার্ষিক প্রশিক্ষণ দিবস (২৩ জানুয়ারি), আন্তর্জাতিক নারী অধিকার ও আন্তর্জাডিতক শান্তি দিবস (৮ মার্চ), বিশ্ব পানি দিবস (২২ মার্চ), বিশ্ব আবহাওয়া দিবস (২৩ মার্চ), বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস (৩ মে), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস (৮ মে), বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস (১৫ মে), বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস (১৭ জুন), আন্তর্জাতিক মাদকাসক্তি ও অবৈধ পাচার প্রতিরোধ দিবস (২৬ জুন), বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই), আন্তর্জাতিক ওজন সংরক্ষণ দিবস (১৬ সেপ্টেম্বর), বিশ্ব পর্যটন দিবস (২৭ সেপ্টেম্বর), আন্তর্জাতিক নৌ-দিবস (সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ), আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস (১ অক্টোবর), বিশ্ব বসতি দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার), অন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতিরোধ দিবস(অক্টোবর মাসের ২য় বুধবার), বিশ্ব ডাক দিবস (৯ অক্টোবর), বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস (অক্টোবর), জাতিসংঘ দিবস (২০ অক্টোবর), প্যালেষ্টাইনী জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা দিবস (২৯ নভেম্বর), বিশ্ব এইডস দিবস (১ ডিসেম্বর), বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (১০ ডিসেম্বর), আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দিবস (২৯ ডিসেম্বর)।

(ঘ) উপরে উল্লিখিত তিন ধরণের দিবস ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ আরো কিছু কিছু দিবস পালন করে থাকে, যেগুলো গতানুগতিক ধরণের। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো পুনরাবৃত্তিমূলক এবং বর্তমান পর্যায়ে তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। যেমন, বিশ্ব ফাইলেরিয়া দিবস, বিশ্ব এজমা দিবস, বিশ্ব সহনশীলতা দিবস ইত্যাদি। সরকারের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহকে এ ধরণের দিবস পালনের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার পরামর্শ দেয়া হ'ল।

(২) শিক্ষা সপ্তাহ, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিশ্ব শিশু সপ্তাহ (২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর), সশস্ত্র বাহিনী দিবস (২১ নভেম্বর), পুলিশ সপ্তাহ, বিডিআর সপ্তাহ, আনসার সপ্তাহ, মৎস্য পক্ষ, বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা গ্রহণ করে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। অনুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা হবে।

(৩) জাতীয় পর্যায়ের উৎসবসমূহ ব্যতীত সাধারণভাবে দিবস পালনের ক্ষেত্রে আরও যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) সাজসজ্জা ও বড় ধরণের বিচিত্রানুষ্ঠান পরিহার করতে হবে। তবে টেলিভিশনে আলোচনা বা সীমিত আকারে ঘরোয়াভাবে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা যাবে। কর্মদিবসে র‍্যালি/শোভাযাত্রা করা যাবে না।

(খ) কোন সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানসূচি তিন দিনের মধ্যে সীমিত থাকবে।

(গ) সরকারিভাবে গৃহীত কোন কর্মসূচি যাতে অফিসের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত না ঘটায়, তা'নিশ্চিত করতে হবে এবং আলোচনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি বন্ধের দিনে অথবা অফিস সময়ের পরে আয়োজন করতে হবে।

(ঘ) নগদ কিংবা উপকরণের মাধ্যমে অর্থ/সম্পদ ব্যয় হবে না এরূপ সাধারণ ইভেন্টসমূহ সকল দিবসে আয়োজন করা যাবে। যেমন-মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার, পতাকা উত্তোলন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ঘরোয়া আলোচনা সভা, রেডিও, টেলিভিশনে আলোচনা, পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

(ঙ) কোন দিবস বা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে রাজধানীর বাহির/জেলা পর্যায় হতে সর্বসাকুল্য ১০ (দশ) জনের বেশী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ঢাকায় আনা যাবে না।

৪। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অনুরোধ করা হ'ল

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার
উপ-সচিব (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৮৬১৯৩৮০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং ২(১)/৯৪-মপবি(সাধারণ)/-২৫৯(৫০), তারিখ, ১১ অক্টোবর ১৯৯৮/২৬ আশ্বিন ১৪০৫

অফিস আদেশ

অত্র বিভাগের বিভিন্ন শাখাসমূহে কার্যসম্পাদন গতিশীল করার জন্য ৩০-৯-৯৮ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভায় সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭৬ এর ১৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়মিত আভ্যন্তরীণ পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাখা পরিদর্শনকালে অন্যান্য কাজের মধ্যে কোন কাগজপত্র বা নথি যে অবহেলিত হয় নাই এবং শাখায় প্রাপ্ত কাগজপত্র বা কোন বিষয় নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রহিয়াছে উহা মাসিক বিবরণী হইতে বাদ পড়ে নাই তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শাখায় সরকারী নির্দেশসমূহের গার্ড ফাইল সংরক্ষণ, প্রাপ্ত পত্রাদির যথাসময়ে ডায়েরীভূক্তকরণ, পত্রজারী, বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির সময়সীমা অনুসরণ, রেফারেন্সিং, নথি নিবন্ধন বহি, শাখা ডায়েরী নিবন্ধন বহি, চলতি নথিসমূহের নিবন্ধন বহি, নথির গতিবিধির নিবন্ধন বহি, ইস্যু রেজিস্টার, প্রতি মাসের বকেয়া বিবরণ, এক মাসের বেশী সময় অনিষ্পত্তিকৃত বিষয় সময়সমূহ, রেকর্ডের শ্রেণী বিন্যাস, রেকর্ডসমূহ বাছাই, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে পরিলক্ষিত দোষত্রুটি এবং উন্নতি সাধনের জন্য গঠণমূলক প্রস্তাব/সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকিতে হইবে। শাখার কার্যসম্পাদন, কাজের পরিবেশ, সরকারী সম্পত্তির ব্যবহার, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক এবং যথার্থ পরিদর্শন রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

২। এমতাবস্থায়, সকল সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন করিয়া সংশ্লিষ্ট উপ-সচিবের নিকট দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হইল। পরিদর্শনকালে সচিবালয় নির্দ্দেশিকা ১৯৭৬ এর ১৯৬, ১৯৭ ও ২০০ হইতে ২০৮ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। উপ-সচিবগণ প্রতি মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্রে তাহাদের অধীনস্থ শাখাসমূহ যথাযথভাবে পরিদর্শন সম্পন্ন করা হইয়াছে কিনা তাহা উল্লেখ করিবেন। সচিবালয় নির্দ্দেশিকার ১৯৭ ও ২০৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপ-সচিবগণ তাঁহাদের অধীনস্থ শাখাসমূহ ডিসেম্বর ও জুন মাসে পরিদর্শন করিবেন এবং উক্ত মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিবের নিকট পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। অক্টোবর/৯৮ মাস হইতে নিয়মিত শাখা পরিদর্শনের কার্যক্রম কার্যকর হইবে। ইহা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হইল।

আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

বিধিসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

নং মপবি-৪(৫)/২০০৩-বিধি(খন্ড-১)/৬৩, তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ, ১৪১২/৩১ জুলাই, ২০০৫

পরিপত্র

বিষয় ঃ **বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ কমিটি গঠন ও সাচিবিক দায়িত্বসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন।**

Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সংক্রান্ত সকল কার্যকলাপ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্যপরিধির আওতাভুক্ত বিধায় সকল প্রকার যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিটি গঠন ও এর যাবতীয় কার্যক্রম অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উক্ত Schedule-1 এ অর্থনৈতিক বিভাগের কার্যবন্টন তালিকার ক্রমিক নং-১৪ নিম্নরূপ ঃ

"14 All international agreements involving financial, economic and technical co-operation : Joint Commission/Joint Economic Commission, Joint Economic Committee, Economic and Technical Co-operation Agreements etc., dealing predominantly with economic financial issues."

২। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ Allocation of Business এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কয়েকটি দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন গঠন এবং এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

৩। যেহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর কাজ করে সেহেতু বিশ্ব পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক পোলারাইজেশন, সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ইত্যাদি বিবেচনায় ইতঃপূর্বে গঠিত যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ অর্থনৈতিক কমিটিগুলি কতটুকু কার্যকর রাখা সঙ্গত হবে এবং নতুন কোন দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করা হবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক নেয়া যথাযথ হবে। এ ক্ষেত্রে যে কোনরূপ দ্বৈততা প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করে বিধায় দ্বৈততা পরিহার আবশ্যকীয়।

৪। এমতাবস্থায়, Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী বাংলাদেশের সাথে সকল দেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি গঠন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি গঠন ও সাচিবিক দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব এবং বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে যে ১৬টি দেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি বিদ্যমান তার সবগুলির সাচিবিক দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক পরিপালন করা হবে। তবে কুয়েতের সাথে বাংলাদেশের উক্তরূপ যৌথ কমিশন/যৌথ কমিটির ক্ষেত্রে অর্থ সচিব বাংলাদেশের দলনেতা হবেন।

৫। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

মোস্তফা কামাল হায়দার
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-৯/১/২০০৪-বিধি/৯৫, তারিখ, ১৫ আশ্বিন, ১৪১১/৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

সরকারি আদেশ

সরকার বালি উত্তোলন এবং ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো এবং পদ্ধতি সংশোধনক্রমে নিম্নরূপে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ

(১) খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ এর ৬ ধারা মোতাবেক যে বালিতে লক্ষণীয়ভাবে সিলিকা নাই বা যে বালি (ক্লে) সিরামিকে ব্যবহৃত হয় না সেই বালিকে 'খনিজ' এর সংজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করিবে। উক্তরূপ বালি উত্তোলনে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইজারা প্রদান করা যাইবে। এইক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিধির অন্য কোন সংশ্লিষ্ট বিধানের প্রয়োগ হইতেও বালি উত্তোলন ব্যবস্থাপনাকে অব্যাহতি দিয়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করিবে;

(২) যেইসব এলাকায় বালি ও পাথর একসাথে মিশ্রিত থাকিবে তাহা খনিজ সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে। এই বিবেচনায় 'খনিজ' এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ভোলাগঞ্জ, বিছানাকান্দি ও জাফলং এই অব্যাহতির আওতায় আসিবে না। ফলে এই এলাকাসমূহের বালি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন থাকিবে;

(৩) প্রজ্ঞাপন জারির পর ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে একটি আন্তঃসংস্থা কমিটি এবং ভূমি সচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করিবে। উক্ত কমিটিদ্বয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কমিটির ন্যায় বালুমহাল ইজারা অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে;

(৪) খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ পরিবর্তন/সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বালি উত্তোলনের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিতে পারে। BMD এর পরিচালক এই কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে ১৯ জুন ২০০৪ তারিখের জাখসবি/অপা-২/৫(৯)/২০০৩/৮০০ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থান পর্যালোচনাপূর্বক বালি উত্তোলনের অনুমোদন প্রদান করিবে;

(৫) ড্রেজিং এর অনুমোদনের বিষয়টি পরীক্ষার জন্য নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হইবে। চেয়ারম্যান,BIWTA সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করিবে;

(৬) পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার আশংকা রহিয়াছে এমন কতগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের এলাকা হইতে বালি ও পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত অঞ্চল যেমন কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া ইত্যাদি এলাকাকে বালি ও পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এলাকা (Forbidden Zone) হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নিষেধাজ্ঞা জারি করিবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক তাহা বাস্তবায়ন করিবে;

(৭) বালি উত্তোলন ব্যবস্থাপনা ও ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাস্তবানুগ করা প্রয়োজন। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হইলেও অবিলম্বে এতদ্‌সংক্রান্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা করিয়া তাহা সংশোধন করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ভূমি মন্ত্রণালয় এই কাজ সম্পন্ন করিবে;

(৮) যথাযথ হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে সম্পন্নকরণ ব্যতীত ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদানের সময়ে ড্রেজিং কার্যক্রমের জন্য স্পেশিফিকেশন নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে কিনা উক্ত মন্ত্রণালয় তাহা নিয়মিত তদারকি করিবে;

(৯) সেতু ও মহাসড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারী স্থাপনার সন্নিকটবর্তী স্থান হইতে মাটি উত্তোলনের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিবে। সেতু ও মহাসড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনার সন্নিকটবর্তী স্থান হইতে যৌক্তিক প্রয়োজনে মাটি উত্তোলন একান্তই আবশ্যক হইলে সেই ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিশেষ সুপারিশ করা হইলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ভূমি সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মাটি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করিবে;

(১০) নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় নদীর তীরবর্তী জমির মাটি বিক্রয় এবং উত্তোলনের উপর ভূমি মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তাহাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের সমর্থন সংগ্রহ করতঃ ভূমি মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হাকিম মন্ডল
যুগ্ম-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৪৪৫৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/৪/১/৯১-বিধি(অংশ-৩)/২য় খন্ড/৩৩, তারিখ, ২২ ফাল্গুন ১৪০৮/৬ মার্চ ২০০২

পরিপত্র

বিষয়ঃ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সিদ্ধান্ত/অনুমোদন গ্রহণের জন্য যে সকল সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়, প্রায়শঃই তা আকারে অনেক বড় হয় এবং এতে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকেনা। এ বিষয়ে Rules of Business, 1996 এর rule 9 এ বর্ণিত অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি নিম্নরূপঃ

> " **9. Manner of submission of cases to the President, the Prime Minister, the Prime Minister and the President.**— A case submitted to the President, the Prime Minister or to the Prime Minister and the President shall include a self-contained, concise and objective summary stating the relevant facts and points for decision. The summary shall include the specific recommendations of the Minister-in-charge and shall be accompanied by a draft communication, wherever appropriate.

২। উপর্যুক্ত বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো এবং সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মুহম্মদ ফজলুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/৪/২/২০০২-বিধি/৫৫, তারিখ, ২৩ বৈশাখ ১৪০৯/৬ মে ২০০২

পরিপত্র

বিষয়ঃ **বিদেশী সরকার বা সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগের বিধান প্রসঙ্গে।**

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** বিদেশী সরকার, দূতাবাস ও **আন্তর্জাতিক ও সংস্থার** সাথে সরাসরি যোগাযোগ করছে। বিদেশী সরকার, দূতাবাস ও **আন্তর্জাতিক ও সংস্থার সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি সম্পর্কে** Rules of Business, 1996-এর rule 29 এ নিম্নরূপ বিধান রয়েছে ঃ—

> "**29. Channels of communication with foreign government/agencies.**—
>
> (1) Except as provided in sub-rule (3) below all correspondence made by a Ministry/Division/ Attached Department with the Government of a foreign country or a foreign mission in Bangladesh or an international organisation shall normally be conducted through the Ministry of Foreign Affairs except in matters relating to the utilization of agreed foreign assistance concerning the Ministry/Division :
>
> Provided that by means of general or special orders to be issued by the Ministry of Foreign Affairs direct correspondence may be allowed under such conditions and circumstances as may be specified from time to time.
>
> (2) For direct contact by Ministries with foreign missions located in Bangladesh, the following points are to be carefully observed:
>
> (i) Representatives of foreign missions are required to call on officials of the host Government and never vice versa;
>
> (ii) Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers should normally receive only Heads of Missions, *i. e.,* Ambassadors/High Commissioners or Charge d' Affairs;

(iii) Secretaries/Heads of Attached Department/ Heads of Autonomous Bodies should receive Heads of Missions. i. e., Ambassadors, High Commissioners or Charge d' Affairs. When the Head of a Mission is not in Dhaka the second official of the Mission in order of hierarchy may be received provided such officials are not below the rank of Counsellor or First Secretary, and the bussiness at hand is of urgent nature.

(iv) Normally contacts with foreign Missions should be limited to the level of Joint Secretaries who should receive the second official of the mission in order of hierarchy. They may receive the next official in rare cases provided such officials carry the rank of First Secretary.

(3) All requests to a foreign government or an international organization for economic or technical assistance shall be made through the Economic Relation Division or Finance Division, as the case may be, which shall correspond with the foreign government and other international agencies, except in matters relating to the utilization of the agreed foreign assistance concerning the Ministry/Division.

২। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উপর্যুক্ত বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মুহম্মদ ফজলুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/৪/২/২০০২-বিধি/৫৪, তারিখ, ২৩ বৈশাখ ১৪০৯/৬ মে ২০০২

পরিপত্র

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণের ছুটি/ প্রেষণ/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ইত্যাদি প্রস্তাব Rules of Business. 1996 অনুসরণে প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে।**

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের ছুটি/প্রেষণ/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ইত্যাদি প্রস্তাব সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, Rules of Business. 1996-এর Schedule-V এ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশযোগ্য বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। উক্ত Schedule এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে পেশযোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে,

"ALL MINISTRIES/DIVISION

15. Appointment to the posts of Executive Director/Member/Director of statutory bodies by whatever name called. Provided that appointment of Director (Administration), Director (Finance), Secretary of the statutory bodies shall be consulted with Ministry of Establishment.
16. Appointment of Head of Attached Department.
17. All appointments in attached departments and subordinate offices in the NPS-3 and above.
18. Cases of suspension of officer holding posts to the scales of NPS-3 and above.
19. Delegation to International Assemblies and Conferences.
20. Grant of permission on special consideration for treatment abroad, to the members of staff/officers of the Autonomous, Semi-Autonomous and Nationalized organizations, if expenditure to be incurred for such treatment is borne either fully or partly by the Government or Autonomous Bodies/Organizations concerned.
21. Any other matter which the Prime Minister may from time to time by general or special order, specify."

২। বর্ণিত বিষয়ে Rules of Business, 1996-এর Schedule-I এ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিষয়সমূহের প্রতি এবং Rules of Business, 1996-এর rule-12 এর প্রতিও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

৩। উপর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে Rule of Business, 1996-এ বর্ণিত বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মুহম্মদ ফজলুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-১/৭/৯১-বিধি/৩৮, তারিখ, ১৩ চৈত্র ১৪০৮/২৭ মার্চ ২০০২

বিষয় ঃ **সরকারী অফিস আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি টাঙ্গানো প্রসঙ্গে।**

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের অফিস কক্ষে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের প্রধান/অধঃস্তন অফিসসমূহের প্রধান ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের প্রধানগণের অফিস কক্ষে ও সরকারী মিলনায়তনসমূহে সরকার প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি টাঙ্গানো হইবে।

২। সরকারী অফিস আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহে ছবি টাঙ্গানোর বিষয়ে বিগত ২৪শে জুন, ১৯৯৬ তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৯শে আষাঢ়, ১৪০৩/৩রা জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে জারীকৃত স্মারক নম্বর-মপবি-১/৭/৯১-বিধি/৩৬ এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে

ডঃ আকবর আলি খান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-১/৭/৯১-বিধি/৩৬, তারিখ, ১৯ আষাঢ় ১৪০৩/৩ জুলাই ১৯৯৬

বিষয় ঃ **সরকারী অফিস আদালত ও প্রতিষ্ঠান সমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাংগানো সংক্রান্ত।**

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, এখন হইতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, অধিদপ্তর পরিদপ্তর/রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের প্রধান, অধঃস্তন অফিসসমূহের প্রধান ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের প্রধানগণের অফিস কক্ষে এবং সরকারী মিলনায়তনসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙ্গানো হইবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি, ২০০১/১১ মাঘ, ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪ শে জানুয়ারী, ২০০১ (১১ই মাঘ, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০১ সনের ২নং আইন

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার বিধানকল্পে প্রণীত আইন;

যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তক সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রণয়ন আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "জাতির পিতা" অর্থ বাংলাদেশের স্থপতি এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নম্বর আইন) এর ধারা ৩৪ এর দফা (খ) দ্বারা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; এবং

(খ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ কোন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, মিলনায়তন ও গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কিংবা তাঁহার অবর্তমানে উক্ত পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা।

৩। **জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন বাধ্যতামূলক**।—সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, মিলনায়তন ও গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান শিথিলযোগ্য হইবে।

৪। **কটুক্তি নিষেধ**।—কোন ব্যক্তি জাতির পিতার প্রতি কটুক্তি কিংবা অবমাননাকর কোন লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি প্রদান করিবে না।

৫। **অপরাধ ও শাস্তি**।—(১) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে ধারা ৩ এর বিধান লংঘন করিলে তিনি এই আইনের অধীনে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস কারাদন্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থ দন্ড কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ধারা ৩ এর অধীন দায়িত্ব পালনে কোন ব্যক্তি বাধা সৃষ্টি করিলে তাঁহার উক্তরূপ কার্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বর্ণিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উপ-ধারা (১) এর বর্ণিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

নং মপবি-১৯/৪/২০০১-বিধি/১০১(১০০)/তারিখ ১৬ শ্রাবণ, ১৪০৮/৩১ জুলাই, ২০০১

বিষয়ঃ **বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/কমিটিতে চেয়ারম্যান/সদস্য/প্রতিনিধি নিয়োগ/মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত**।

বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/কমিটিতে চেয়ারম্যান/সদস্য/প্রতিনিধি নিয়োগ/মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পত্রের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

লুৎফুন নাহার বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৮৭৩২।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পদনের লক্ষ্যে সরকার সময় সময় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/কমিটিতে চেয়ারম্যান/সদস্য/প্রতিনিধি নিয়োগ/মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে/কমিটিতে যে সকল ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তাঁদের কারো কারো সরাসরি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা রয়েছে।

২। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এই সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ কার্য পরিচালনার স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের স্থলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদে/কমিটিতে কেবলমাত্র সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন দেয়া হবে।

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিধায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবিলম্বে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মুখ্য সচিব
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিপত্র

নং মপবি-৪/১/৯১-বিধি(অংশ-৪)/৭৭, তারিখ, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮/১৪ জুন ২০০১

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হইতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত চুক্তি বা আনুষংগিক বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান সংক্রান্ত নথি ত্বরিত নিস্পত্তির সুবিধার্থে Rules of Business, 1996 এর rule 32(3) এর আওতায় নিম্নরূপ পরিপত্র জারী করা হইল, যথা ঃ

১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক চুক্তি বা তৎসংক্রান্ত বিষয়ের কোন নথি ভেটিং/মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অতঃপর আইন মন্ত্রণালয় বলিয়া উল্লেখিত, সাধারণত নথি প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ভেটিং/মতামত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। জরুরী ক্ষেত্রে তদাপেক্ষা কম সময়ে ভেটিং/মতামত প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অনুরোধ করিতে পারিবে এবং আইন মন্ত্রণালয় তদানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২। ভেটিং/মতামত এর উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রতিটি নথিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর একটি স্বব্যাখ্যাত সার-সংক্ষেপ এবং উহার সমর্থনে আনুষঙ্গিক দলিলপত্রসহ অন্যান্য সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩। ভেটিং/মতামত প্রদানের নিমিত্ত কোন দলিলপত্র তথ্য ইত্যাদির প্রয়োজন হইলে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নথি প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা চিহ্নিত করিয়া প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট নথিটি ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৪। চুক্তি বা তৎসংক্রান্ত বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদানের সময় যদি এমন কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয় যাহা আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এককভাবে নিস্পত্তি করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে আইন মন্ত্রণালয় উক্ত প্রশ্নটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করিতে পারিবে এবং উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণে যতদূর সম্ভব বিষয়টি নিস্পত্তি করিবে। প্রয়োজনে টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে এরূপ সভা আহ্বান করা যাইবে। সভা আহ্বান, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিষয় আইন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

৫। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এবং তৎসংশ্লিষ্ট মতামতের কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা অধিকতর ব্যখ্যার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কার্যপত্র প্রস্তুত করিয়া উহা উক্তরূপ সভা অনুষ্ঠানের অন্যূন ৭ (সাত) কার্যদিবসের পূর্বে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত আইন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারীদের তাহাদের মন্ত্রণালয়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। ৫ নং নির্দেশ অনুসারে আহুত সভায় নির্দিষ্টকৃত বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মতামত ভেটিং এর অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

কাজী সামসুল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

পরিপত্র

নং মপবি-৪/১/৯১-বিধি (অংশ-৩)/৩৩(১০০), তারিখ, ২৪ শে বৈশাখ ১৪০৭/৭ই মে ২০০০

বিষয় ঃ **অর্থনৈতিক বা কারিগরি সাহায্যের জন্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থার সহিত যোগাযোগের বিধান প্রসঙ্গে।**

উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থার সহিত অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা সম্পর্কিত বিষয়ে যোগাযোগ সম্পাদনের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে সংশয়ের অবতারণা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে Rules of Business, এর 1996 Rule 29(3) তে বিধৃত আছে,

> "All repuests to a foreign government or an international organisation for economic or technical assistance shall be made through the Economic Relations Division or Finance Division, as the case may be, which shall correspond with the foreing government and other international agencies, except in matters relating to the utilization of the agreed foreign assistance concerning the Ministry/Division."

২। এ বিষয়ে যে কোন সংশয় নিরসনের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উপরিউক্ত বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

কাজী সামসুল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/৪/২/২০০২-বিধি/৬৪, তারিখ, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯/১৬ মে ২০০২

পরিপত্র

বিষয়ঃ **বিদেশ সফরে প্রেরিত প্রতিনিধি দল কর্তৃক বিদেশ সফর সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ সম্পর্কে।**

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিদেশ সফরে প্রেরিত প্রতিনিধি দল কর্তৃক মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্য প্রতিবেদন পেশের বিধান থাকলেও প্রায় ক্ষেত্রেই তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

২। এ বিষয়ে Rules of Business, 1996 এর rule 26 (2) এবং (3) এ নিম্নরূপ বিধান রয়েছেঃ

"(2) All national level delegations sent abroad, shall, on their return submit a detailed report with an appropriate Summary for the Cabinet to the Cabinet Division. Such reports shall be submitted as early as possible but not later than a fortnight after the return of the delegation.

(3) Responsibility for obtaining the report from the returning delegation shall rest with the Ministry/Division sponsoring the delegation.

বর্ণিত rule এর নির্দেশনা যথাযথ ভাবে অনুসরণ পূর্বক বিবেচ্য সফরে বাংলাদেশ কি ভাবে উপকৃত হয়েছে তার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাসহ প্রতিবেদন যথাসময়ে পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

৩। বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা থেকে আগত কোন বিশেষ মিশনের সাথে আলাপ আলোচনার প্রতিবেদন Rules of Business, 1996- এর rule-27 অনুযায়ী পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪। আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বেশ কিছু প্রকল্পে কর্মকর্তাগণের বিদেশ সফর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের অর্থে এরূপ সফরের ব্যবস্থা করা হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রেরিত সংশ্লিষ্ট সারসংক্ষেপে লেখা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত সফরে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। এরূপ বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নয়, কারণ বৈদেশিক ঋণ বাংলাদেশ সরকারকেই পরিশোধ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে বস্তুনিষ্ঠ সারসংক্ষেপ প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

পরিপত্র

নং মপবি-৪/১/৯১-বিধি (অংশ-৩)/১৪০(১০০), তারিখ, ৫ই পৌষ ১৪০৬/১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯

Rules of Business, 1996 এর 26(2) ধারায় বর্ণিত আছে যে, "বিদেশে প্রেরিত জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রতিনিধি দল বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, মন্ত্রিসভার জন্য একটি যথাযথ সারসংক্ষেপসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট প্রেরণ করিবে। প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের পর যতশ্রীঘ্র সম্ভব, তবে এক পক্ষকাল অতিবাহিত হইবার পরে নহে, উক্ত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে"।

২। উপরিউক্ত বিধি সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

কাজী সামসুল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/বিধি/বিবিধ-১/১০/৯০-২৩, তারিখ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/২০ মে ১৯৯৫।

বিষয় ঃ **প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ রাষ্ট্রপতির নামে জারীকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্র নং রাকা/নং (আবেদন-৪৩)/৯৪-২, তারিখ ১৮-১-৯৫ইং।

বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরীক্ষিত হইয়াছে। পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে সংবিধানের ৫৫(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে যে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। এই প্রসংগে কার্যবিধিমালার ৫(২)নং বিধিও দ্রষ্টব্য।

২। ক্ষেত্র বিশেষে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন হইলেও সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী আদেশ/প্রজ্ঞাপনে "রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে" শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়।দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে উক্ত শব্দদ্বয়ের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-১/৭-৮৬-বিধি/৭১, তারিখ, ৩০ শ্রাবণ ১৪১২/১৪ আগস্ট ২০০৫

বিষয় ঃ **মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৫ মাঘ, ১৪০৮/০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখের মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/২০ নং স্মারকের নির্দেশাবলী সংশোধনপূর্বক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা ও বিদেশ হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেন ঃ

(১) দুই জন সিনিয়র মন্ত্রী।
(২) মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৩) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
(৪) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৫) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধানগণ।
(৬) মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
(৭) সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
(৮) রাষ্ট্রপতির সচিব।
(৯) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব।
(১০) পররাষ্ট্র সচিব।
(১১) মহা-পুলিশ পরিদর্শক।
(১২) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
(১৩) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা।
(১৪) রাষ্ট্রাচার প্রধান।

মোস্তফা কামাল হায়দার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও বিধি)
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৫৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/২০, তারিখ, ২৫ মাঘ ১৪০৮/৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২

বিষয় ঃ **মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।**

উপরিউক্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশাবলী বাতিলপূর্বক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এখন হইতে সরকারী ও রাষ্ট্রীয় সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং সফর শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেন ঃ

(১) দুইজন সিনিয়র মন্ত্রী।
(২) মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৩) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
(৪) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৫) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধানগণ।
(৬) মন্ত্রী পরিষদ সচিব।
(৭) সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
(৮) রাষ্ট্রপতির সচিব।
(৯) পররাষ্ট্র সচিব।
(১০) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর।
(১১) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা।
(১২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক।
(১৩) রাষ্ট্রাচার প্রধান।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ ফজলুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/১৩১, তারিখ, ২৬ কার্তিক ১৪০৬/১০ই নভেম্বর ১৯৯৯

বিষয় ঃ **মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।**

উপরিউক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০/২৪ শে মে, ১৯৯৩ তারিখের নির্দেশাবলীর নং-মপবি-১/৭/৮৬/বিধি/৪৪ সংশোধনপূর্বক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এখন হইতে সরকারী ও রাষ্ট্রীয় সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা ও বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেন ঃ

(১) প্রধানমন্ত্রী।
(২) ২ জন সিনিয়র মন্ত্রী।
(৩) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী।
(৪) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৫) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধান।
(৬) মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

(৭) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

(৮) স্থল বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।

(৯) রাষ্ট্রপতির সচিব।

(১০) স্বরাষ্ট্র সচিব।

(১১) পররাষ্ট্র সচিব।

(১২) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর।

(১৩) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা।

(১৪) মহা-পুলিশ পরিদর্শক।

(১৫) রাষ্ট্রাচার প্রধান।

(১৬) বাংলাদেশ বিমানের প্রধান (যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ বিমানের বাণিজ্যিক ফ্লাইট ব্যবহার করেন)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, ইউ, এ, কাদের
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

নং-মপবি-৩/১/৯০-বিধি/১৪৭, তারিখ, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪০৮/২৫ নভেম্বর ২০০১

বিষয় ঃ **ঘোষিত ভিআইপিগণের নিরাপত্তায় জেলা প্রশাসনের সহায়তা সংক্রান্ত।**

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স অর্ডিন্যান্স-XLIII এর আওতায় ঘোষিত ভিআইপিগণের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ভ্রমণের প্রয়োজনে গাড়ী, জ্বালানী, ইত্যাদি প্রদানের বিষয়ে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ০২ নভেম্বর, ২০০১ তারিখের স্মারক নং ৩০১/অপস এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১১ নভেম্বর, ২০০১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

"(ক) বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর চাহিদার ভিত্তিতে ভিআইপিগণের ভ্রমণের সময় তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় যানবাহন এবং জ্বালানী তেল সরবারহ করবেন। জ্বালানী তেলের খরচ বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর খাত হতে নির্বাহ করা হবে। বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী এরূপ খরচ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে উপ বরাদ্দের মাধ্যমে অথবা বিল পরিশোধের মাধ্যমে নির্বাহ করবে।

(খ) এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীতে একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবে।

(গ) উল্লেখিত ভিআইপিগণ এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ভ্রমণের সময় তাঁদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত গাড়ী সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে পরবর্তী জেলার নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত যাবে। পরবর্তী জেলার জেলা প্রশাসক উক্ত স্থান হতে যানবাহন সরবরাহ করবেন।"

৩। বর্ণিত সিদ্ধান্ত মতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

মুহম্মদ আবুল কাশেম
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/১৩৯, তারিখ, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪০৮/১৮ নভেম্বর ২০০১

বিষয় ঃ **মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারী কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিগত ১৬ মে, ১৯৭৮ তারিখে নং ৩/১/৭৮-বিধি এবং ২১শে এপ্রিল, ১৯৯০/২৭শে বৈশাখ, ১৩৯৭ তারিখে নং মপবি-৩/১/৯০-বিধি/২৯০ মূলে জারীকৃত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারী কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সংশোধনপূর্বক সরকার নিম্নরূপ নতুন নির্দেশাবলী জারী করছে ঃ

মন্ত্রীগণের রাষ্ট্রাচার (Protocol) ঃ

বিদেশ ভ্রমণ ঃ

সরকারী কাজে বিদেশে সফরকালীন সময় মন্ত্রীগণের বাংলাদেশ ত্যাগ ও দেশে প্রত্যাগমনের স্থানে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, সচিব কর্মস্থলে না থাকলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি।

দেশের অভ্যন্তরে সফর ঃ

(১) দেশের অভ্যন্তরে সরকারী কাজে সফরকালে ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাগমণের সময় সাধারণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব অথবা যুগ্ম-সচিব তাঁর আগমন ও প্রস্থানের স্থানে উপস্থিত থাকবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মন্ত্রী ইচ্ছা পোষণ করলে সংশ্লিষ্ট সচিব উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলা সদরে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

(৩) জেলা সদরে উপস্থিত থাকার জন্য জেলা প্রশাসক অথবা পুলিশ সুপারের নিজের সরকারী সফর বাতিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জেলা সদরের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

জেলা প্রশাসক পূর্বেই নিজের সফরসূচী জারী করে থাকলে মন্ত্রীর সফরসূচী পাওয়ার পরই মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হবেন যে জেলা প্রশাসকের সদরে থাকা আবশ্যক কি না। মন্ত্রী এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তাঁর সফরসূচী বাতিল করবেন।

(৪) মন্ত্রী উপজেলা সদর অথবা উপজেলার যে কোন স্থানে সফরকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন। আবশ্যক না হলে জেলা প্রশাসক কিংবা পুলিশ সুপারের এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।

(৫) মন্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় আবশ্যক না হলে বিমান বন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত না থাকলে সহকারী কমিশনার সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

(৬) মন্ত্রীগণের আগমন ও প্রস্থানের সময় বিভাগীয় কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিআইজি)-এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। বিভাগীয় কমিশনার সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকলে মন্ত্রীর আগমনের পর তিনি তাঁর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে পারেন।

(৭) মন্ত্রীগণের সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৮) দেশের অভ্যন্তরে মন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন সময়ে রেলওয়ে পুলিশ নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে ঃ

(ক) মন্ত্রীর সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে মন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন পরিদর্শক/উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) রেলযোগে চট্টগ্রামে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সুপার উপস্থিত থাকবেন।

প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণের রাষ্ট্রাচার ঃ

বিদেশ ভ্রমণ ঃ

সরকারী কাজে বিদেশ ভ্রমণকালীন প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের বাংলাদেশ ত্যাগ ও দেশে ফিরে আসার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব অথবা একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি বাংলাদেশ ত্যাগ ও ফিরে আসার স্থানে উপস্থিত থাকবেন।

দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ ঃ

(২) দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণকালীন প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণ বিশেষ কোন কারণে প্রয়োজন অনুভব করলে তাঁদের ঢাকা ত্যাগ ও ফিরে আসার সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের কোন কর্মকর্তাকে ঢাকা ত্যাগ ও ফিরে আসার স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৩) জেলা সদরে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

(৪) উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও একজন সহকারী পুলিশ সুপার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

(৫) প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৬) দেশের অভ্যন্তরে প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন সময়ে রেলওয়ে পুলিশ নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে ঃ

(ক) প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) চট্টগ্রামে রেলযোগে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

সাধারণ নির্দেশাবলী ঃ

(৭) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের সফরসূচী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। সফরসূচীতে কোন পরিবর্তন হলে তাও যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(৮) সফরসূচী প্রণয়নের সময় সফরটি সরকারী, না ব্যক্তিগত তা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণ অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করবেন। সরকারী সফরের সময় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তিগত সফরের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণকে প্রচলিত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

(৯) একান্ত ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সফরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বাভাবিক সরকারী কাজ কর্মের অঙ্গ হিসাবে একজন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মকান্ড, জনসভা ইত্যাদিতে যোগাদান করতে পারেন। তবে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে জনসভায় ভাষণ দান ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় যোগদান ব্যক্তিগত ভ্রমণ হিসেবে গণ্য হবে।

ডঃ আকবর আলি খান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

নং মপবি-৩/১/৯০-বিধি-১০৮, তারিখ, ১ অগ্রহায়ণ ১৪০৫/১৫ নভেম্বর ১৯৯৮

পরিপত্র

বিষয় ঃ ঢাকার বাহিরে সরকারী সফরে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান প্রসঙ্গে।

মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঢাকার বাহিরে ট্রেন/সড়কপথে সরকারী সফরকালে পুলিশ বিভাগ তাঁহাদের নিরাপত্তা বিধান করিয়া থাকে। পুলিশ বিভাগের নিজস্ব গাড়ী না থাকিলে তাহারা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অধিযাচনের মাধ্যমে পুলিশ প্রটেকশনের জন্য গাড়ী সরবরাহের অনুরোধ জানায়। জেলা প্রশাসক জেলায় অবস্থিত সরকারী/আধাসরকারী অফিসসমূহ হইতে নির্ভরযোগ্য যানবাহন পুলিশ প্রটেকশনের জন্য অনুরোধ বা অধিযাচনের মাধ্যমে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা এতদিন যাবত চলিয়া আসিতেছিল। পুলিশ প্রটেকশন দলের ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত গাড়ীর জ্বালানী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জারীকৃত সম(পরি) প-৫/৮৯-৬৪০ নং পরিপত্র মোতাবেক পুলিশ প্রশাসন বহন করিয়া থাকে।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৮-১-৯৮ তারিখে জারীকৃত স্বম/পি-১টি-১/৯৭ (পুলিশ-৪) নং স্মারকে মাননীয় মন্ত্রীগণের ঢাকার বাহিরে সরকারী সফরকালে নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ প্রটেকশন দলের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের অফিস কর্তৃক নির্ভরযোগ্য যানবাহন সরবরাহের নির্দেশ দেওয় হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক নির্ভরযোগ্য যানবাহন সরবরাহের উক্ত আদেশ জারি করিবার পর মাঠ পর্যায়ে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। উল্লেখ্য, কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেলা পর্যায়ে অধঃস্তন অফিস নাই। অন্য দিকে কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেলা পর্যায়ে অফিস থাকিলেও অনেক অফিসে গাড়ি নাই কিংবা গাড়ি থাকিলেও তাহা পুলিশ প্রটেকশন দলের ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য নহে। ইহা ছাড়া নিজস্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সফরকালে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা তাঁহার সফরসূচী অনুসরণ করিবার জন্য একমাত্র গাড়িটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুলিশ প্রটেকশনের জন্য গাড়িটি ব্যবহার হইলে তাহার দ্বারা মাননীয় মন্ত্রীর সফরসূচী যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হইবে না।

৩। এমতাবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জেলা সফরকালে নিরাপত্তা বিধানের জন্য পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল তাহা অব্যাহত রাখার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। পুলিশ প্রটেকশনের জন্য পুলিশ বিভাগের নিজস্ব গাড়ী না থাকিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পুলিশ সুপার অধিযাচনের মাধ্যমে পুলিশ প্রটেকশন দলের গাড়ী সরবরাহের অনুরোধ জানাইবেন। জেলা প্রশাসক তাহার জেলায় অবস্থিত সরকারী/আধাসরকারী অফিসসমূহ হইতে নির্ভরযোগ্য যানবাহন পুলিশ প্রটেকশনের জন্য অনুরোধ বা অধিযাচনের মাধ্যমে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিবেন। পুলিশ প্রটেকশন দলের ব্যবহারের জন্য গাড়ীর জ্বালানী পুলিশ বিভাগ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক বহন করিবে। বাজেট সংক্রান্ত কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইলে বিষয়টি অর্থ বিভাগে উপস্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

খায়রুজ্জামান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

নং মপবি-৫/১/৮৮-বিধি(অংশ-২)/৬৮(২৫০), তারিখ, ৩ শ্রাবণ ১৪০৬/১৮ জুলাই ১৯৯৯

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ **জাতীয় পতাকার ব্যবহার।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিস স্মারক নং-৫/১/৮০-রুলস, তারিখ ৮ মে, ১৯৮২ইং।**

লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, জাতীয় পতাকা বিধি ১৯৭২ এর ৬ (II) নং বিধি লংঘন করিয়া কোন কোন কর্মকর্তা সরকারী বাসভবনে (official residence) জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইতেছে এবং জাতীয় পতাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। জাতীয় পতাকা বিধি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় পতাকার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় পতাকার সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। সুতরাং জাতীয় পতাকা বিধি সঠিকভাবে পালন করা উচিত।

২। জাতীয় পতাকার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় পতাকা বিধি, ১৯৭২ সঠিকভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে।

এ,এইচ,এম, নূরুল ইসলাম
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৮৬৬১৮১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-১৭/১/২০০১-বিধি/৮৪, তারিখ, ২২ আষাঢ় ১৪০৯/৬ জুলাই ২০০২

অফিস স্মারক

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহারের জন্য, বিশেষ করে মফস্বল সফরের জন্য বর্তমানে বরাদ্দকৃত সার্বক্ষণিক গাড়ীর অতিরিক্ত একটি জীপ গাড়ী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, দপ্তর, পরিদপ্তর হতে সংগ্রহ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থা ব্যবহৃত গাড়ীটির জন্যে দৈনিক সর্বোচ্চ ১০(দশ) লিটার জ্বালানী সরবরাহ করবে।

আ, ন, ম আবদুল হাফিজ
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

নং মপবি-৩/১/৮৮-বিধি/৫৭, তারিখ, ৩০ বৈশাখ ১৪০৮/১৩ মে ২০০১

বিষয় ঃ হেলিকপ্টার ব্যবহার প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছে যে, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 8(4)(a)(III) ধারা মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রীগণ জনস্বার্থে হেলিকপ্টার ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত। তবে সমগ্র দেশে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির প্রেক্ষাপটে বর্তমানে অনেক কম খরচে সড়ক পথে দ্রুত যাতায়াত সম্ভব। অন্যদিকে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

২। এমতাবস্থায় সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, কেবলমাত্র অত্যন্ত জরুরী সরকারী কাজের প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মাননীয় মন্ত্রীগণ হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করতে পারবেন।

লুৎফুন নাহার বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬৮৭৩২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

অফিস স্মারক

নং মপবি-৩/১/৯৮-বিধি/১৫২, তারিখ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪০৭/৯ নভেম্বর ২০০০

বিষয় ঃ মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণ কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী হতে ব্যয়।

Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 16(2) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৩ অক্টোবর, ১৯৮৫ তারিখে জারীকৃত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিস স্মারক নং-৩/১/৮৫-বিধি/২২০ এর ১নং ক্রমিকে বর্ণিত শর্তের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্ত প্রতিস্থাপিত হবে মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(১) "মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণের স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে শুধু সেবামূলক সমিতি/প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করা যাবে। তবে একান্ত প্রয়োজনে নিঃস্ব বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই তহবিল হতে অনুদান প্রদান করা যাবে এই শর্তে যে, এরূপ অনুদানের পরিমাণ স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বার্ষিক বরাদ্দের ৪০% এর বেশী হবে না।"

এম, ইউ, এ, কাদের
যুগ্ম-সচিব।

[একই স্মারক নম্বরে প্রতিস্থাপিত হবে]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিধি শাখা

আদেশ

নং মপবি-৪/১/২০০২-বিধি/৯, তারিখ, ১২ মাঘ ১৪০৯/২৫ জানুয়ারি ২০০৩

মহান বিজয় দিবস ও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রাচার, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(১) ২০০৩ সাল হতে ১৬ ডিসেম্বর "মহান বিজয় দিবস" উদযাপনের সামগ্রিক দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পালন করবে।

(২) ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ "মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস" উদযাপনের সামগ্রিক দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পালন করবে। তবে উক্ত দিবস উদযাপনের আয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করবে। ২০০৪ সালে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(৩) জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজন/ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট থাকবে।

(৪) জাতীয় স্মৃতিসৌধের রাষ্ট্রাচারসংক্রান্ত কার্যাবলী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রাচার অনুবিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্মৃতিসৌধ চত্বরে বিদেশী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাবেন। তবে বিদেশী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত স্মৃতিসৌধে উপস্থিত থাকবেন।

(৫) জাতয়ি স্মৃতিসৌধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বাজেট বর্তমানের ন্যায় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আ. ন. ম আবদুল হাফিজ
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-৮/৩/৯০-বিধি/১৩৪, তারিখ, ১১ আশ্বিন ১৪০৯/২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

বিষয় ঃ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা সংশোধন সংক্রান্ত।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হইতে জারীকৃত 'জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা'টিতে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ সংশোধন করা হইল ঃ

'জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা' হইতে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' শব্দসমূহের স্থলে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' ও পদকের উপর হইতে 'স্বাধীনতা দিবস পদক'-এর স্থলে 'স্বাধীনতা পদক' প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আ. ন. ম আবদুল হাফিজ
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-৮/২/৯০-বিধি/৭৯, তারিখ, ১১ শ্রাবণ ১৪০৭/২৬ জুলাই ২০০০

বিষয় ঃ Instructions Regarding Independence Day Award সংশোধন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮৪ তারিখের নং ৮/২/৮৩-বিধি/২৪৫ স্মারকমূলে জারীকৃত Instructions Regarding Independence Day Awards (১৪-৩-১৯৮৯ তারিখের স্মারক নং মপবি-৮/২/৮৫-বিধি/৫৫৭ মূলে সংশোধিত। সরকার নিম্নলিখিতভাবে অধিকতর সংশোধন করিয়াছে, যথা ঃ—

উপর্যুক্ত Instructions এর অনুচ্ছেদ ৩ এর দ্বিতীয় লাইনে "Taka 25,000" এর পরিবর্তে "Taka 50,000" প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই নির্দেশ ২০০০ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তদের পুরস্কার গ্রহণের সময় হইতে কার্যকর হইবে।

কাজী সামসুল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-৮/২/৯০-বিধি/৭৮, তারিখ, ১১ শ্রাবণ ১৪০৭/২৬ জুলাই ২০০০

বিষয় ঃ **Instructions Relating to the Classification of Existing National Awards, Their Values and Arrangements for Their Distribution** সংশোধন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩রা মার্চ, ১৯৮৩ তারিখের নং ৮/৬/৮৩-রুলস/৫০ স্মারক মূলে জারীকৃত Instructions regarding to the classification of existing National Awards, their values and arrangements for their distribution (১৪-৩-১৯৮৯ তারিখের স্মারক নং মপবি-৮/২/৮৫-বিধি/৫৫৬ মূলে সংশোধিত। সরকার নিম্নলিখিতভাবে অধিকতর সংশোধন করিয়াছে, যথা ঃ—

উপর্যুক্ত Instructionsএর অনুচ্ছেদ ২(১) এর Independence Day Award শিরোনামাধীন (b) এন্ট্রির ২য় লাইনে "Taka 25,000" এর পরিবর্তে "Taka 50,000" এবং অনুচ্ছেদ ৩ (ii) এর Ekushe Padak শিরোনামাধীন (b) এন্ট্রির দ্বিতীয় লাইনে "Taka 30,000" এর পরিবর্তে "Taka 40,000" প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই নির্দেশ ২০০০ সালের পুরস্কার/পদক প্রাপ্তদের পুরস্কার গ্রহণের সময় হইতে কার্যকর হইবে।

কাজী সামসুল আলম
মন্ত্রীপরিষদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি-৮/১/২০০১-বিধি/৪৮, তারিখ, ২০ চৈত্র ১৪০৭/৩ এপ্রিল ২০০১

বিষয় ঃ স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা।

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করিতে পারেন ঃ

(ক) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

(গ) চিকিৎসাবিদ্যা।

(ঘ) শিক্ষা।

(ঙ) সাহিত্য।

(চ) চারুকলা।

(ছ) ক্রীড়া।

(জ) পল্লী উন্নয়ন।

(ঝ) সমাজসেবা/জনসেবা।

(ঞ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

(ট) জনপ্রশাসন।

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ক্ষেত্র।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা পোষণ করিলে কোন বৎসর এই পুরস্কার প্রদানের সংখ্যা বা ক্ষেত্রের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণভাবে কোন বৎসরে ১০ (দশ) এর অধিক হইবে না এবং কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হইবেন/হইবে।

৩। স্বাধীনতা পুরস্কার হিসাবে ১৮ (আঠার) ক্যারেট স্বর্ণ নির্মিত ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম ওজন বিশিষ্ট মেডেল, ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও একটি সম্মাননা পত্র প্রদান করা হইবে। মেডেলের রিবন উন্নতমানের হইবে এবং ইহা ছোট-বড় করাসহ উহার প্রান্তে আটকাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। পুরস্কার প্রাপকদেরকে দেয় সম্মাননা পত্র সংলাগ-'ক' নমুনানুসারে হইবে।

৪। স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে ঃ

(ক) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানের জন্য সংযুক্ত ছক অনুযায়ী ২৫ (পঁচিশ) কপি প্রস্তাব প্রতি বৎসর ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে। ইহা ছাড়াও ইতোপূর্বে যে সকল ব্যক্তি স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেও স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মনোনয়ন আহ্বান করা যাইতে পারে।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুরস্কারের প্রস্তাবসমূহ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(গ) স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী পুরস্কার প্রাপক অথবা উপ-অনুচ্ছেদ (ঙ) ও (চ) তে বর্ণিত ব্যক্তিগণ স্বীয় আবাসস্থল হইতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানস্থল (বিদেশে অস্থানকারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাস) পর্যন্ত যাওয়া-আসা বাবদ রেল, স্টিমার বা সড়ক পথে ভ্রমণের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রকৃত ভাড়া, বিমানে ভ্রমণের জন্য ইকনমী শ্রেণীর প্রকৃত ভাড়া এবং সরকার নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ তিন দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/মিশন প্রধান এই দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ পরিশোধিত অর্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ হইতে সমন্বয় করা হইবে। ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতার হার দ্রব্যমূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সরকার সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করিবে।

(ঙ) মরণোত্তর পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপক অনিবার্য কারণবশতঃ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে অপারগ, পুরস্কার প্রাপকের স্ত্রী বা স্বামী অথবা কোন নিকটাত্মীয় পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(চ) যদি পুরস্কার প্রাপক অথবা মরণোত্তর পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় এমন কোন দেশে অবস্থান করেন যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হইবে এবং দূতাবাস প্রধান পুরস্কার প্রদান করিবেন। পুরস্কারের অর্থ দূতাবাস কর্তৃক পুরস্কার প্রাপককে প্রদান করা হইবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দূতাবাসকে উক্ত অর্থ পুনর্ভরণ করিবে।

(ছ) যদি পুরস্কার প্রাপক বা মরনোত্তর পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় এমন কোন দেশে অবস্থান করেন যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস নাই, সেইক্ষেত্রে বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে পুরস্কার তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে। পুরস্কারের অর্থ বাংলাদশী মুদ্রার বিনিময় হারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় অথবা ইউ এস ডলার/পাউন্ড স্টার্লিং এ প্রদান করা হইবে।

(জ) কোন পুরস্কার প্রাপক বা মরণোত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে সক্ষম না হইলে তিনি পুরস্কারটি বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁহার নিকট প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশাবলী এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

কাজী সামসুল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

সংলাপ-'ক'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা পুরস্কার

সম্মাননা পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.....কে .....ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ.....সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

.....বঙ্গাব্দ

.....খ্রিস্টাব্দ

সংযুক্ত ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগ.....

..... ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য সুপারিশ।

১। সুপারিশকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্যাবলী ঃ

(ক) নাম ঃ .....

(খ) জন্ম তারিখ অথবা ঃ .....

(গ) বয়স ঃ .....বৎসর.....মাস.....

(ঘ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

.....

(ঙ) বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

.....

(চ) টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ .....

২। যে ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করা হইতেছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। পুরস্কারের জন্য সুপারিশকৃত ব্যক্তি, যদি অন্য কোন পুরস্কার পাইয়া থাকেন, সেই সম্পর্কে তথ্য।